বাৎসরিক বাজেট
২০১১-১২

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট ঃ www.mof.gov.bd

মঞ্জুরী নং - ২৩

২৭ - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

অংকসমূহ হাজারে

	বাজেট ২০১১-২০১২
অনুন্নয়ন	৫১২৭,০০,০০
উন্নয়ন	৩০৩৫,০০,০০
মোট	৮১৬২,০০,০০

১.০ মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

খ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ;

গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদিসহ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার;

ঘ) মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও বিতরণ এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ;

ঙ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইন্‌স্টিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;

ছ) শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

জ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি।

২.০ কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	• সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডি.এস.এফ.) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তরকালীন কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• ই.এস.ডি (এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি) জোরদারকরণ • আই.এম.সি.আই (ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস) সুবিধার আওতা সম্প্রসারণ এবং স্থল স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	• জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন • পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম মাঠকর্মীদের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দোর গোড়ায় সম্প্রসারণ • পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধকরণ • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রি ক্রয়, সংরক্ষণ, বিতরণ ও মজুদ নিশ্চিতকরণ • দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী প্রকৃতির জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা • পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের নিম্নহার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমন্বিত কর্মসূচি জোরদারকরণ	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• কিশোরীদের উপযোগী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩. সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন	• কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ	• স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর • গণপূর্ত অধিদপ্তর
	• বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের নার্সিং সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা	• সেবা পরিদপ্তর
	• প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ জোরদার করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সুবিধাদি সম্প্রসারণসহ অনুদান প্রদান	• সচিবালয়

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• দুর্গম এলাকাসহ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে এন.জি.ও. কার্যক্রম সম্পাদন	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৪. বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	• জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে I.C.U. ও কার্ডিয়াক ইউনিট প্রতিষ্ঠাসহ রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর
	• ট্রমা সেন্টারে দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৫. সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ	• জাতীয় এইডস/এস.টি.ডি. কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ এইচ.আই.ভি./এইডস নিয়ন্ত্রণে অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম জোরদারকরণ • আর্সেনিকসহ কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ • ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৬. নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ	• বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং এন.জি.ও.-র সহায়তায় পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা • গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি • কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টি মান নিশ্চিত করা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রন বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ • মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৭. ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	• জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন • সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ • ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির	• ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	কার্যক্রম গ্রহণ • মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	
৮. স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি	• কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষের উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• স্কুল পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৯. সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান	• সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	• স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১. স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন	• চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর • নিপোর্ট
	• স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা	• নিপোর্ট
	• চিকিৎসা শিক্ষায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ অভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা কারিক্যুলামের প্রচলন	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩.০ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস ডেলিভারি'র (ই.এস.ডি.) আওতায় ই.পি.আই., এ.আর.আ.ই, আই.এম.সি.আই. এবং শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রের এম.সি.এইচ. কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাবে। মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্রের এম.সি.এইচ. কার্যক্রমের মাধ্যমে মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ মাতৃ মৃত্যু হ্রাস পাবে। এছাড়াও গরীব ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভকালীন ও গর্ভোত্তর সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ৪৫টি উপজেলায় গর্ভবতী মহিলাকে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের আওতায় আনা হবে। ফলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষম মানবসম্পদ তৈরি হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ম্যাটারনাল হেলথ সার্ভিসেস ও মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষতঃ গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসবসহ পুষ্টির উন্নতিসাধন হবে। এ সকল কার্যক্রম নারীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিধায় নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে।

৩.১.২ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে নারী ও পুরুষ উদ্বুদ্ধ হবে এবং পরিবার ছোট রাখতে অনুপ্রাণিত হবে। ফলে পারিবারিক খরচ হ্রাস পাবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, বিদ্যমান শিশু ও মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ, মাঠকর্মীদের ডোর-টু-ডোর ভিজিট, চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক হবে। এসব কার্যক্রমের ফলে মহিলারা বিশেষ করে গরীব মহিলারা সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হবেন। এর ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী ও কিশোরীরা অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মে সম্পৃক্ত হবেন।

৩.১.৩ সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ ও নারী-পুরুষ ভেদে জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে। উক্ত সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক অর্থনৈতিক কর্মে সম্পৃক্ত হয়ে দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে। তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বাড়বে। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য উন্নয়নে কার্যক্রম নেয়ায় বয়স্ক নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে।

৩.১.৪ বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশেষায়িত রোগের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ আরো বাড়বে, যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহের আওতায় নারীর স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হবে।

৩.১.৫ সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ জাতীয় এইডস/এস.টি.ডি. কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, ঔষধপত্র সরবরাহ ও সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনা হবে। ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য সেবা লাভে দরিদ্রদের সুযোগ বাড়বে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। এছাড়া দরিদ্র যৌনকর্মীরাও এ সেবার আওতায় আসবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ এইডস/এস.টি.ডি.সহ সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় নারীর সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে। বিশেষতঃ নারী যৌনকর্মীরা অধিক সংখ্যায় এ সেবার আওতায় আসবে। সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধিতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বিধায় নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক উপকৃত হবে।

৩.১.৬ নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বর্তমানে ১৭৩টি উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম, এলাকাভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম, এন.জি.ও.দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মা ও শিশুদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করা হবে। জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম আরো জোরদার ও ব্যয় সাশ্রয়ী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

অধিদপ্তরের নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ফলে আরো অধিক শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টি সেবার আওতায় আসবে এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে। খাদ্যমান নির্ধারণসহ ভেজাল খাদ্যের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদে সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষায় বাড়তি ব্যয় রোধ হবে এবং সুস্থ থাকায় অধিক উপার্জন নিশ্চিত হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রভাব ফেলবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদেরকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং তাঁরা অধিক মাত্রায় ঘরে ও বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ফলে কর্মক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ ও সঠিক মানের খাদ্য গ্রহণ করায় নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী অর্থনৈতিক কর্মে অধিক সম্পৃক্ত হতে পারবে। ফলে নারীর কর্মদক্ষতা, আয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ কার্যক্রম থেকে অধিক সংখ্যক নারী ও কন্যা শিশু উপকৃত হবে।

৩.১.৭ ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ ঔষধ তৈরির কাঁচামাল ও মানসম্মত ঔষধ তৈরির যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, জনবল (নারী ও পুরুষ) প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ঔষধনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধের মান বৃদ্ধি পাবে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ বাড়বে। উপযুক্ত মূল্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ মানসম্পন্ন ঔষধ ক্রয়ে সমর্থ হবে এবং অর্থের সাশ্রয় হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ঔষধ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহের ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে নারীদেরও ঔষধ প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা কমবে। ঔষধের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত আরোগ্য লাভের মাধ্যমে নারী স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে। সুস্থ নারী অধিক আয় উপার্জনক্ষম হবে।

৩.১.৮ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রচারের ফলে হতদরিদ্র নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক উপার্জনে সহায়ক। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম কিশোরী ও নারীদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করবে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কিশোরী ও নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষিত হবে। ফলশ্রুতিতে সুস্থ থাকায় অধিক উপার্জনক্ষম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রবাহে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

৩.১.৯ সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানসম্পন্ন বিকল্প চিকিৎসা কার্যক্রমের মাধ্যমে হোমিও, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও দেশীয় গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতির মান উন্নয়ন হবে এবং তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সবার কাছে সহজলভ্য হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ সুলভে ও সহজে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি নারীরা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমবে এবং একটি উপার্জনক্ষম নারীগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে।

৩.১.১০ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ যত্রতত্র পড়ে থাকা চিকিৎসা বর্জ্য পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য এটি একটি বিরাট সমস্যা। চিকিৎসা বর্জ্য পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং দ্রুত সংক্রমিত হয়ে রোগ-ব্যাধি ছড়ায় বিধায় সহজে দরিদ্র নারী ও পুরুষ আক্রান্ত হয়। একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশকে উন্নত করবে। ফলে নিম্ন আয়ের নারী ও পুরুষের আবাসস্থল এবং সংলগ্ন পরিবেশ অধিক সুরক্ষিত হবে। তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যয় হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ রোগ-জীবানু মুক্ত পরিবেশ নারীর জন্যও স্বাস্থ্য বান্ধব। নারীরা রোগ-জীবানু মুক্ত পরিবেশে থাকার কারণে অধিক সুস্থ থাকবে এবং আয়বর্ধক কর্মে তাঁদের আরও অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৩.১.১১ স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রশিক্ষিত জনবল মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। যদিও এ কার্যক্রম সরাসরি দারিদ্র্য নিরসনে লক্ষ্যভিত্তিক নয়, তথাপি সার্বিকভাবে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল জাতিসত্তার দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রশিক্ষিত জনবলের দ্বারা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির ফলে নারীদের উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি সহজ হবে। ফলে তাঁদের ভোগান্তি দূর হবে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

৩.২. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	প্রক্ষেপন			
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
দারিদ্র নিরসন	২৫৭০,৩৮,৯৭	২৮১৩,২০,৮৪	৩০৩৮,৩৭,৫৭	৩৫৭৫,৪০,৪৩	৩৯৯৬,৯৭,৯৭
নারী উন্নয়ন	১৭৮২,৩৬,৮৩	২০০৩,৩৬,৬৪	২১৫৩,৪০,০২	২২৭৩,৫৭,১৪	২৩৮৫,০৪,৩২

৪.০ অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন
২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, টি.এফ.আর. কমিয়ে এবং প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করে দেশের জনসংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান শর্ত বিধায় এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন
৩. হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এ হাসপাতালসমূহে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সুষ্ঠ রেফারেল পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সাধারণ জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • সংক্রামক ব্যাধি ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আর্বিভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৪. বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত সেবা স্বল্প খরচে এদেশে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে করে জনগণ বিপুল পরিমাণ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে এবং দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। জনসাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যেই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
৫. চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা হবে। মাতৃমৃত্যুহার হ্রাসকল্পে মিডওইফারী/ধাত্রী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে মাতৃত্ব সেবা নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন
৬. মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সুলভমূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হচ্ছে। ঔষধ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

প্রধান কর্মকৃত নির্দেশকসমূহ (Key performance indicators)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. শিশু মৃত্যুহার	১,৬	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৬০	৬০	৫৮	৫৮	২৬	৫৬	৫২	৫০	৪৮
২. মাতৃ মৃত্যুহার	১,২,৩	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	২.৯	২.৯	২.৬৫	২.৬২	২.৪৫	২.২০	১.৯০	১.৬৫	১.৪৩
৩. দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব	১	প্রতি একশত	২০	২০	২৫	২৫	৩০	৩৫	৪০	৪৫	৫০
৪. মোট প্রজনন হার (টি. এফ আর)	২,৮	প্রতি একশত	২.৬	২.৬	২.৫	২.৫	২.৪	২.৩	২.২	২.১	২.০
৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২,৮	প্রতি একশত	১.৩৮	১.৩৮	১.৩৫	১.৩৫	১.৩৪	১.৩৩	১.৩২	১.৩১	১.৩০
৬. শিশুদের ৫ বছরের নীচে অপুষ্টি	৭৬	প্রতি একশত	৩৯	৩৯	৩৮	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩

৫.০ অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ সচিবালয়

৫.১.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য ১জন করে হেলথ কেয়ার প্রভাইডারও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। গরীব, দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি বর্তমানে ৪৬ টি উপজেলা চলমান রয়েছে। রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ইউজার ফি আহরণ নীতিমালা, এডহকভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ এবং জ্যৈষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে নার্স নিয়োগের নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। 'মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশন' শীর্ষক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং ১-৭ আগষ্ট জাতীয় মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ সরকারিভাবে পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন ৩,৫৫১ জন

চিকিৎসককে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিজিটাল হেলথ কর্মসূচির আওতায় দেশের মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসসমূহে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডি.এস.এফ.) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• ৪৬টি উপজেলায় গরীব দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ প্রসবের জন্য আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে ভাউচার প্রদান	১
২. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পৌছানো	৩
৩. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ জোরদার করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সুবিধাদি সম্প্রসারণসহ অনুদান প্রদান	• ৩টি স্বায়ত্তশাসিত এবং ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ • ৪৬টি বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অনুদান প্রদান	৩
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ	৫
৫. ধুমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• জনবল প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা • তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা বৃদ্ধি	৫

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. চরম পুষ্টিহীনতা হ্রাস	৬	প্রতি হাজারে	৯	৯	৮	৮	<৭.৫	৭	<৬.৫	<৬	<৫.৫

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	প্রক্ষেপণ			
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুন্নয়ন	১০২০,৪৯,১৪	১৪৮৮,৫৪,৪০	১৭৬১,১২,০৯	২৩৫৬,৩০,৮৭	২৯৩৭,২৯,৫৭
উন্নয়ন	৩৪৪৬,৭৫,০০	৩৬৫১,২৫,০৬	৪০৯৭,৩০,৯৭	৪৫৫৫,২২,৪২	৫০৭৩,৮৫,১২
মোট	৪৪৬৭,২৪,১৪	৫১৩৯,৭৯,৪৬	৫৮৫৮,৪৩,০৬	৬৯১১,৫৩,২৯	৮০১১,১৪,৬৯

৫.১.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
সচিবালয়	
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়'কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ পরিণতকরণ	৩
২. রিজাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেল্থ কেয়ার ইনিসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ	২

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
৩. ই.এন.টি. এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড ইন্সটিটিউট	৩
৪. এভিয়ান ইনফ্লুয়েনজা সারভিলেন্স ইন বাংলাদেশ, আই.সি.ডি.ডি.আর.বি.	৩
৫. গোপালগঞ্জে ই.ডি.সি.এল. এর ৩য় শাখা স্থাপন	৩
৬. এক্সপানশন অব ঢাকা শিশু (চিলড্রেন) হসপিটাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	৩
অননুমোদিত ও পি, এইচ.পি.এন.এস.ডি.পি.	
১. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট	১-৫
২. সেক্টর-ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন	
৩. হেলথ ইকোনমিক্স ফাইন্যান্সিং এন্ড জি.এন.এস.পি.	
৪. ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট	
৫. ইমপ্রুভড ফিনানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট	

৫.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫.২.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ২০৬ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ১৫টি জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ইপিআই কভারেজের সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার (এক বছরের নীচে) ৭৫.২% এ এবং দুই বছরের নীচে ৯২% এ উন্নীত হয়েছে। জুন, ২০০৯ থেকে শিশুদের জন্য হিমোফাইলস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি (H.i.b.) টিকা সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে সমণ্বিতভাবে ১টি টীকার মাধ্যমে ৬টি রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। মোট ১৮ টি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সংখ্যা ২,৩১০ এ উন্নীত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১৩৩ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৮টি জেলা হাসপাতালে অতিরিক্ত ৮৭৫টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৬,৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ৪০০ জন টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Bangladesh Institute of Health Management স্থাপন করা হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে জাতীয় যক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ৮০০টি সেন্টার এবং ৩৫টি এক্সটার্নাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেন্টার চালু করা হয়েছে।

৫.২.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• নবজাতকের মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৩৭ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৬ এ হ্রাস • শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৫২ থেকে ২০১৩ অর্থবছরে ৩৬ এ হ্রাস • টিকা গ্রহণকারী শিশুদের হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা	১
২. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম অব্যাহত রাখা এবং কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• ৪৬টি উপজেলায় মাতৃ ভাউচার স্কীমের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা • গরীব ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	১
৩. গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব সেবা, জরুরী প্রসূতি সেবা ও প্রসবোত্তর কালীন কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• প্রসব পরবর্তী সেবার হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৩০% থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৫% এ উন্নীতকরণ	১

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
	• ই.ও.সি. কেন্দ্রসমূহ যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবল দ্বারা সমৃদ্ধিকরণ • নারীবান্ধব হাসপাতাল পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি • গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	
৪. ই.এস.ডি. (এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী) জোরদারকরণ	• শিশু (৫ বছরের নিচে)মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ৬০ থেকে ২০১৩ অর্থ বছরে ৪৮ এ হ্রাস • মাতৃ মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের ২.৭৫ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২.২ এ হ্রাস • গড় আয়ু বৃদ্ধি	১
৫. আই.এম.সি.আই (ইমিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ড হুড ইলনেস) সুবিধার আওতা সম্প্রসারণ এবং স্কুল স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ	• শিশু মৃত্যু হার হ্রাস • স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি • ছাত্র-ছাত্রীদের বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান • স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে টি.টি. গ্রহণকারীর আওতায় আনা	১
৬. কিশোরীদের উপযোগী বয়োঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোরী এবং যুব মহিলাদের উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান প্রদান • অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের হার হ্রাস • কিশোরীদের গর্ভধারণের হার হ্রাসকরণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা	২
৭. কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসাখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান • জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি • ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ	৩
৮. ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• সহজে ঔষধ প্রাপ্তি সহ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক মান বৃদ্ধি • সহজে ঔষধ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি ঔষধ কারখানা স্থাপন • প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ	৩
৯. প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	• ২০১১ সাল নাগাদ ৩০০ টি কর্মশালা বাস্তবায়ন • প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	৩
১০. দুর্গম এলাকাসহ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে এন.জি.ও. কার্যক্রম সম্পাদন	• দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণ • সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন	৩

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১১. জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে I.C.U. ও কার্ডিয়াক ইউনিট প্রতিষ্ঠাসহ রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	• নির্ধারিত জেলা হাসপাতালসমূহে স্ট্রাকচারেল রেফারেল সিস্টেমের পাইলটিং এর মাধ্যমে রোগীর সেবা বৃদ্ধি • রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি	৪
১২. বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৃষ্টি ও তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ	৪
১৩. ট্রমা সেন্টারে দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান	• ট্রমা সেন্টার এর সংখ্যা বৃদ্ধি • দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার হ্রাস	৪
১৪. জাতীয় এইডস/এস.টি.ডি. কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ এইডস/এইচ.আই.ভি. নিয়ন্ত্রণে অতিঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম জোরদারকরণ	• অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ • নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	৫
১৫. আর্সেনিকসহ, কুষ্ঠ, যক্ষা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান	• সন্দেহজনক যক্ষা রোগী চিহ্নিতকরণের হার ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ৬১% হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭৫% এ উন্নীতকরণ • যক্ষা রোগ নিরাময়ের হার ৯৫% বজায় রাখা • কুষ্ঠ রোগের হার (প্রতি দশ হাজারে) বর্তমান জাতীয় পর্যায়ে ৩.৮% হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জেলা পর্যায়ে ১% এর নীচে হ্রাস • ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর হার ২০১৩ সালের মধ্যে ৫০% এ হ্রাস • ফাইলেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ২০১৩ সালের মধ্যে ৩০% এ হ্রাস	৫
১৬. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত রোগ নিরসনে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা	৫
১৭. ধুমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারকারীর সংখ্যা হ্রাসে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• জনবল প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারণার মাধ্যমে তামাক ও এলকোহলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ • স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীদেরকে যুগপোযোগীকরণ	৫
১৮. বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং এনজিও-র সহায়তায় পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা	• জনগণের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি	৬
১৯. গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা	• কার্যক্রম এলাকায় সম্পূরক খাবার বিতরণের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ • সুবিধাভোগীদের সম্পূরক খাবার গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ	৬

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
২০. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	• জনসাধারণের মাঝে পুষ্টি বিষয়ক গণসচেতনা বৃদ্ধি	৬
২১. কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টিমান নিশ্চিত করা	• পুষ্টি কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি • অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ	৬
২২. ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রন বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ	• ৫ বছরের নীচের শতকরা ৯৮ জন শিশুকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো • রাতকানা রোগীর সংখ্যা ০.০৪% এ হ্রাস	৬
২৩. মাতৃ দুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো বৃদ্ধির হার বর্তমানের ৪২% থেকে আরো বৃদ্ধি • মা কর্তৃক শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোর হার ১০০% এ উন্নীতকরণ	৬
২৪. স্কুল পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ	• স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন • সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন এবং সুস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি	৮
২৫. বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• সার্ভিল্যান্স, সুপারভিশন এবং রেসপন্স জোরদারের মাধ্যমে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ • সেন্টিন্যাল ল্যাবরেটরিগুলোকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ	৮
২৬. সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে বিকল্প চিকিৎসা সেবার সুবিধার সম্প্রসারণ	• মানসম্মত বিকল্প চিকিৎসার ফলে গুণগত চিকিৎসার চাহিদা বৃদ্ধি • সনাতন পদ্ধতির চিকিৎসা হ্রাস • এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার উপর নির্ভরতা হ্রাস	৯
২৭. হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• হোমিওপ্যাথি, ইউনানী ও আর্য়ুবেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়ন • ভেষজ ঔষধের মান উন্নয়ন	৯
২৮. স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	• সেবা গ্রহণকারী, সেবা প্রদানকারী, দর্শনার্থী ও সহায়তাকারীদের রোগের প্রকোপ হ্রাস • ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি	১০
২৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	১০
৩০. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জনবলের জ্ঞান বৃদ্ধি • দক্ষতা ও চিকিৎসার গুণগতমান বৃদ্ধি	১১

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৩১. শিক্ষায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ অভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা কারিক্যুলামের প্রচলন	• সেবার গুণমান বৃদ্ধি • ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে চিকিৎসা শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি	১১

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. নবজাতকের মৃত্যু হার	১,৬	প্রতি হাজারে	৩৭	৩৩	৩২	৩০	২৮	২৬	২৫	২৩	২১
২. গ্রামের টিকাদানের হার	১	শতকরা হিসাবে	৮২	৮৪	৮৫	৮৫	৮৬	৮৬	৮৭	৮৯	৯০
৩ জরুরী প্রসূতিসেবা (ই.ও.সি.)	১	প্রতি একশত গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে	৪০	৪৫	৪৯	৫০	৫২	৫৫	৫৮	৬০	৬০
৪. শিশুদের ৫ বছরের নিচে অপুষ্টি	৬	শতকরা হিসাবে	৪৪	৪২	৪০	৩৮	৩৫	৩৩	৩২	৩২	৩০
৫. চিকিৎসকের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ	১১	সংখ্যা	৭০০	৮০০	৮০০	১৫০০	১৭০০	২০০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুন্নয়ন	১৪২,৫০,৮৫	১৫২,১৭,৯৪	১৫৭,৯৫,৬৫	১৬৫,৪৮,০২	১৭৫,৭১,৯১
উন্নয়ন	৮৫,০০,০০	৪৭,১৪,৭৬	০	০	০
মোট	২২৭,৫০,৮৫	১৯৯,৩২,৭০	১৫৭,৯৫,৬৫	১৬৫,৪৮,০২	১৭৫,৭১,৯১

৫.২.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	
অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচি	
১. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন	১১, ১২
২. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ	১১, ১২, ১৫, ১৭
৩. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস স্থাপন	১১, ১২, ১৫
৪. ঢাকা ফুলবাড়িয়া সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন	৩,৪, ৮, ৯, ১১, ১২
৫. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতলের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	৩, ৮, ১১, ১২
৬. জাতীয় ই.এন.টি. ইনস্টিটিউট স্থাপন	১১, ১২
৭. বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ স্থাপন	১১, ১২
৮. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন	১১, ১২
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টি.এ.)	
১. ইমপ্রুভড ফুড সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড ফুড কন্টোল ইন বাংলাদেশ	২০, ২১

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
২. সার্ভিলেন্স এন্ড রেসপন্স টু এভিয়ান এন্ড পেনডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ, আই.ই.ডি.সি.আর.	১১, ১২
৩. সাপোর্ট ফর পলিসি, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন রিসার্চ ফর পপুলেসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১১, ১২
৪. ইমপ্রুভড হেলথ ফর দি পুয়র হেলথ, নিউট্রিশন এন্ড পপুলেশন রিসার্চ প্রজেক্ট	৭, ১১, ১২, ১৮
উন্নয়ন কর্মসূচি	
১. মেটারন্যাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ কেয়ার	১, ২, ৩, ৪
২. এ্যাসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী (ই.এস.ডি.)	৪
৩. কমিউনিটি বেসইড হেলথ কেয়ার	১, ২, ৩, ৭
৪. যক্ষা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি	১৫
৫. ন্যাশনাল এইডস/এস.টি.ডি. প্রোগ্রাম এন্ড সেফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন	১৪
৬. কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্টোল	১৪, ১৫
৭. নন কমিনিউকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৪, ১৫, ১৬, ১৭
৮. ন্যাশনাল আই কেয়ার	১১, ১২
৯. হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউসান	১১, ১২
১০. অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার	২৬, ২৭
১১. ইন-সার্ভিস ট্রেনিং	৩০
১২. প্রি - সার্ভিস এডুকেশন	৩০, ৩১
১৩. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ (হেলথ)	২৫, ৩০, ৩১
১৪. হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম এন্ড ই-হেলথ	২৫, ৩০, ৩১
১৫. হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন	২৫, ৩০, ৩১
১৬. প্রকিউরমেন্ট, লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট	৪, ৮
১৭. ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস (এন.এন.এস.)	১৮,১৯,২০,২১,২২, ২৩

৫.৩ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৫.৩.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ বিগত ৩ বছরে ৩০ কোটি ৬১ লক্ষ সাইকেল খাবার বড়ি, ১২ লক্ষ ডোজ ই.সি.পি., ২৫ কোটি পিস কনডম বিতরণ এবং ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ভায়াল ইনজেকটেবলস্ পুস করা ছাড়াও ৮ লক্ষ জন মহিলাকে আই.ইউ.ডি., ৩ লক্ষ জনকে ইমপ্ল্যান্ট পড়ানো হয়েছে। ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার জন পুরুষ ও ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জন মহিলাকে স্থায়ী পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। প্রজনন সামগ্রি ব্যবহারের হার (সি.পি.আর.) ৫৫ শতাংশ হতে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৫.৩.২ কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• টিকা গ্রহণকারী শিশুর হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা	১
২. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডি.এস.এফ.)	• গরীব ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	১

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• মাতৃ মৃত্যুহার ২০১১-১২ অর্থবছরে ২.৪৫ এ (প্রতি হাজারে) এ হ্রাস	
৩. কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• মানসম্মত সেবা প্রদান এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি	১
৪. গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তরকালীন কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• গর্ভবতী মহিলাদের অসুস্থ্যতার হার হ্রাস • মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস • ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জরুরী প্রসব সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রসবকালীন জটিলতা প্রশমন তথা মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস	১
৫. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন	• সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনপূর্বক (N.R.R.-১) দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন • টি.এফ.আর. প্রতিস্থাপনযোগ্য পর্যায়ে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ তে ২.২ এ হ্রাস	২
৬. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম মাঠকর্মীদের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দোর গোড়ায় সম্প্রসারণ	• সি.পি.আর. বৃদ্ধি • টি.এফ.আর. কাঙ্খিত মাত্রায় হ্রাস	২
৭. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধকরণ	• সি.পি.আর. বৃদ্ধি • স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	২
৮. জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়, সংরক্ষণ, বিতরণ ও মজুদ নিশ্চিতকরণ	• সারা দেশে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহীতাদের নিকট সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী জন্ম নিরোধক সামগ্রী পৌছানো • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপূরণকৃত চাহিদা বিডিএইচএস সার্ভে ২০০৭ অনুযায়ী ১৭.৬% থেকে কমিয়ে আনা	২
৯. দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী প্রকৃতির জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা	• টি.এফ.আর. হ্রাস • স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	২
১০. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের নিম্নহার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমন্বিত কর্মসূচি জোরদারকরণ	• পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ছেড়ে দেয়ার হার বি.ডি.এইচ.এস.-২০০৭ অনুযায়ী ৫৬.৫% থেকে কমিয়ে আনা	২
১১. কিশোরীদের উপযোগী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	২
১২. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• গ্রামীণ দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পৌছানো • স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ ও নিশ্চিতকরণ	৩

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১৩. ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান বৃদ্ধিসহ ঔষধ প্রাপ্তি	৩
১৪. দুর্গম এলাকাসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে এন.জি.ও. কার্যক্রম সম্পাদন	• সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা • দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর সহজে স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি	৩
১৫. বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং এনজিও-র সহায়তায় পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা	• পুষ্টি বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি • কমিউনিটিভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম গ্রহণ	৬
১৬. গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা	• কার্যক্রম এলাকায় পুষ্টিহীনতা হ্রাস	৬
১৭. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	• নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টিমান সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি	৬
১৮. কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টিমান নিশ্চিত করা	• পুষ্টি কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি • জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি	৬
১৯. ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রন বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ	• ৫ বছরের নীচে শিশুদেরকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো • রাতকানা রোগের হার হ্রাস • গর্ভবতী মায়েদের আয়রন বড়ি বিতরণ	৬
২০. মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো বর্তমান হার ৪২% থেকে বৃদ্ধি	৬
২১. কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষের উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	• প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ রোধ	৮
২২. বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি • রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	৮
২৩. স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	• কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ ও ধ্বংস করে নানাবিধ রোগের বিস্তার রোধ	১০

৫.৬.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. সিসিআর	২	হার (%)	৬৫.০	৬১.৭	৬৬.০	৬৬.০	৬৭.০	৬৮.০	৭০.০	৭১.০	৭২.০
২. প্রসব পূর্ববর্তী সেবা	১	কভারেজ হার (%)	৩০.০	১৯.৯	৩০.০	২৫.০	৩০.০	৩৫.০	৪০.০	৪৫.০	৫০.০
৩. প্রসব পরবর্তী সেবা	১	কভারেজ হার (%)	২৪.০	২০.৯	৩০.০	২৫.০	৩০.০	৩৫.০	৪০.০	৪৫.০	৫০.০
৪. ইপিআই সেবা গ্রহণের হার	১	প্রতি একশত গর্ভবতী মায়ের ক্ষেত্রে	৩৪	৩০	৩৮	৩৮	৪২	৪৬	৪৫	৪৪	৪৪

৫.৩.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	প্রক্ষেপন			
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুন্নয়ন	৬৪,৪৩,০০	৮১,৬৫,২৭	৮২,৬৯,৮২	৮৪,২৭,২৯	৮৫,৯১,০৪
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	৬৪,৪৩,০০	৮১,৬৫,২৭	৮২,৬৯,৮২	৮৪,২৭,২৯	৮৫,৯১,০৪

৫.৩.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	
অননুমোদিত অপারেশনাল প্ল্যান	
১. ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী	৮, ৯, ১০
২. ফ্যামিলি প্ল্যানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী	২,৪,৬,৭,৯,১০,১১
৩. ম্যাটারনাল, চাইল্ড রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডুলেসেন্ট হেলথ	১,২,৭,৯,১০,১১,২১
৪. ইনফরমেশন, এডুকেশন এন্ড কমিউনিকেশন (আই.ই.সি.)	৬,৯,১০,১১,১৪,১৫, ১৭,২০,২১,২২
৫. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	১ - ২৩
৬. প্রকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এন্ড সাপাই ম্যানেজমেন্ট	৮, ১৩
৭. প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অব ফ্যামিলি প্ল্যানিং	১০, ১২, ২০, ২২

৫.৪ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (এইচ.ই.ডি)

৫.৪.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ১৯৮টি ৩১ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায়, ০৬টি ৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যায়, ০৮টি ১০০ শয্যার জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, ৬০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (M.C.W.C.) কে ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ০৪টি মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (M.A.T.S.) কে মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (M.A.T.I.) এ উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ০৯টি ৩১ শয্যার নতুন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ১৫টি ২০ শয্যার হাসপাতাল, ০১টি নার্সিং কলেজ, ৩০টি উপজেলা স্টোর, মিরপুরে ২০০ শয্যার ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ০২টি ১০০ শয্যার ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ০১টি F.W.V.T.I., ০৪টি I.H.T., চট্টগ্রাম জেলার ফৌজদারহাটে ০১টি ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজ কন্ট্রোল ইনস্টিটিউট, ২০টি জেলা হাসপাতালে ডক্টরস্ কোয়ার্টার এবং ৪৫১টি ইউনিয়নে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ০৩টি মেডিকেল কলেজে I.C.U. & Casuality ইউনিট, কুমিল্লা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ০৫টি ট্রমা সেন্টার নির্মাণ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০০ শয্যার মহিলা হোস্টেল, খুলনা ২৫০ শয্যার শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যার টি.বি. হাসপাতাল, ময়মনসিংহ ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ১,০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, মহাখালীতে ০১টি এ্যাজমা সেন্টার, ০৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নী ডক্টরস্ হোস্টেল, যশোর সদর হাসপাতালে করোনারী ইউনিট স্থাপন, ০৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রী হোস্টেল এবং নার্সেস হোস্টেল নির্মাণ, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকীকরণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ	• হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি • স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের উন্নীতকরণ/ রূপান্তরকরণ • গ্রাম পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নতুন স্থাপনা নির্মাণ এবং অবকাঠামোসমূহের উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ, রূপান্তরকরণ, নবরূপায়ন, মেরামত ও সংস্কার	৩

৫.৪.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১ ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নতুন ক্লিনিক ও হাসপাতাল নির্মাণ	৩	সংখ্যা	১৫০	৪৯	২৮	১৯০	৪০০	৬০০	৮৫০	৯০০	৫৫০
২ নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন	৩	সংখ্যা	১	১	২	-	২	২	২	২	২
৩ আই.এইচ.টি., নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, নার্সিং কলেজ, MATI, MCWC, RTC, FWVTI, ডায়াবেটিক হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ	৩	সংখ্যা	৩	৩	৩	৯	৫	১০	১৫	২০	১০
৪ বিদ্যমান হাসপাতালসমূহে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	৩	সংখ্যা	১১০	৭৮	৩২	১০৩	৫০	১৪০	১৬০	১৭০	১০০

৫.৪.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুমোদন	১৬১,৩৬,৪৪	২১২,০২,৫৭	২৬২,৬৬,৬৮	৩১৩,২৭,০৫	৩৬৩,৯১,৮৪
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	১৬১,৩৬,৪৪	২১২,০২,৫৭	২৬২,৬৬,৬৮	৩১৩,২৭,০৫	৩৬৩,৯১,৮৪

৫.৪.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
এইচ,পি,এন,এস,ডি,পি,	
ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট	১

৫.৫ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

৫.৫.১ **সাম্পতিক অর্জনঃ** ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় ঔষধনীতি ২০০৫ আধুনিকায়ন ও যুগপোযোগীকরণ করা হয়েছে। ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। ঔষধের আইন-কানুন (ড্রাগ এ্যক্ট ১৯৪০, ড্রাগ রুলস্ ১৯৪৫, ১৯৪৬, ড্রাগ অর্ডিনেন্স ১৯৮২- এর সংশোধনীসহ ঔষধ নীতি ২০০৫) সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। Essential Drug List বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ Model List অনুসরণে হালনাগাদ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রবর্তিত জিএমপি গাইড লাইন অনুসরণে Inspection Check List মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারের (Rational use of Drug) উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, A.D.R. Form, Code of Pharmaceutical Marketing মুদ্রণ/পুনঃ মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পে কর্মরত অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্টদের জিএমপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	• ঔষধ সেক্টরে গতিশীলতা বৃদ্ধি	৭
২. সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	• প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সহজে প্রাপ্তি	৭
৩. ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ	• ঔষধ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি	৭
৪. মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	• লাইসেন্সবিহীন ঔষধের প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আনয়ন • ঔষধ সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ • বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধের বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি	৭
৫. হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• ভেষজ ঔষধের মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিতকরণ	৯

৫.৫.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. নতুন প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন (এ্যালোপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হার্বাল)	৭, ৯	সংখ্যা	১,৫০০	১,১০০	২,০০০	১,৫০০	২,৫০০	৩,০০০	৩,২০০	৩,৫০০	৩,৮০০
২. উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান	৭,৯	সংখ্যা	৭	২৬	২০	২২	২৫	২৮	৩০	৩২	৩৫
৩. মূলত বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	৭,৯	সংখ্যা	৪৫,০০০	২২,০০০	৪৫,০০০	৪০০০০	৪৬,০০০	৪৭,০০০	৪৮,০০০	৪৯,০০০	৫০,০০০
৪. ঔষধের নমুনা পরেক্ষণ	৭,৯	সংখ্যা	৫,০০০	১,১০০	২,০০০	২,০০০	৩,০০০	৩,৫০০	৪,০০০	৪,৫০০	৫,০০০
৫. ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	৭,৯	সংখ্যা (হাজারে)	৩৫,০০	২৬,৫০	৪০,০০	৩০,০০	৪৫,০০	৫০,০০	৫৫,০০	৫০,০০	৬৫,০০
৬. ঔষধ উৎপাদন	৭,৯	মিলিয়ন টাকা	৭০,০০০	৭০,০০০	৮০,০০০	৭৫,০০০	৯২,০০০	১,১০,০০০	১,৩০,০০০	১,৪০,০০০	১,৫০,০০০
৭. ঔষধ রপ্তানি	৭,৯	মিলিয়ন টাকা	৪,০০০	৩,৬২০	৫,০০০	৫,০০০	৬,০০০	৭,০০০	৮,০০০	৯,০০০	১০,০০০
৮. ঔষধ আমদানি	৭,৯	মিলিয়ন টাকা	২,৩০০	৫,৫০০	৫,০০০	৪,৫০০	৪,৩০০	৪,২০০	৪,০০০	৩,৮০০	৩,৫০০

৫.৫.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ			
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুন্নয়ন	৭,০২,৯৬	৮,০৭,৮৫	৭,৯৯,৯১	৮,০৫,৯৩	৮,৫৮,০৬
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	৭,০২,৯৬	৮,০৭,৮৫	৭,৯৯,৯১	৮,০৫,৯৩	৮,৫৮,০৬

৫.৫.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অননুমোদিত প্রকল্প	
১. স্ট্রেংদেনিং অব ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, অপারেশনাল প্ল্যান, এইচ.পি.এন.এস.ডি.পি.	১, ২, ৩, ৪, ৫

৫.৬ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

৫.৬.১ সম্প্রাতিক অর্জনঃ জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের ৭,৬৯০ জন ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক, প্যারামেডিকস্ ও মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপসহ ২৬ টি গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৫টি প্রতিবেদন/ডিসেমিনেশন উপকরণ প্রকাশ ও ১৭টি কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কোর্স/সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর ফলাফল জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ডিসেমিনেট করা হয়েছে।

৫.৬.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ৪৫,৭৭০ জন ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক, প্যারামেডিক্স ও মাঠকর্মীর প্রশিক্ষণ প্রদান • ১০৫টি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম/প্রশিক্ষণ উপকরণের আধুনিকায়ন	১১
২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা	• ১০২ টি গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা • ২৫৩ টি প্রতিবেদন/ডিসেমিনেশন উপকরণ ও কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন	১১

৫.৬.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. মৌলিক ও পুনঃ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১১	জন	৯৯৮৭	৭,৬৯০	৫,৪০৫	৫,৪০৫	৮৮৮০	৮৯৬৫	৯০৮৫	৯০৯০	১০,০০০
২. কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	১১	সংখ্যা	১৫	-	২	২	২১	২১	২১	২১	২১
৩. গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন	১১	সংখ্যা	১৭	২৬	২৫	২২	১৮	২০	২২	২২	২২
৪. কর্মশালা/সেমিনার/থিসার্চ ব্রিফ/বিবলিওগ্রাফি	১১	সংখ্যা	৩০	৪২	৪৩	২৭	৪৫	৫২	৫৩	৫০	৫২

৫.৬.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণঃ প্রযোজ্য নয়।

৫.৬.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. সাপোর্ট ফর পলিসি প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন রিসার্চ ফর পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১,২

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অননুমোদিত অপারেশনাল প্ল্যান, এইচ.পি.এন.এস.ডি.পি.	
১. ট্রেনিং রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১,২

৫.৭ সেবা পরিদপ্তর

৫.৭.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ০৩ টি নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ০৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনকৃত ৪,০০০ টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদ রাজস্ব খাতে স্থায়ী করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ০৯ টি সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৭টি উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, ০৪টি পাবলিক হেলথ নার্স, ৪৮টি নার্সিং সুপারভাইজার, ৫৩৭টি সিনিয়র স্টাফ নার্সের পদসহ মোট ৬০৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ০৩টি নার্সিং কলেজে এবং ১২টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের ৯৬ টি প্রথম শ্রেণীর পদ এবং ৬০ টি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ সৃজন করা হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্সের শূণ্য পদে ১,৪৪৫ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সেবা পরিদপ্তরের আওতাধীনে কর্মরত ডিপ্লোমা নার্সদের ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করার জন্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ১৮৭ জন নার্সকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.৭.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• ২,৯০০ জন নার্সকে ০৬ মাস মেয়াদি Skill Birth Attendent (S.B.A.) প্রশিক্ষণ প্রদান • ০৩টি নার্সিং ইনস্টিস্টিটিউটে ৬০ জন নার্সকে ০৬ মাস মেয়াদি মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান • ০৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউটে ২০ জন করে মোট ১৬০ জন নার্সকে ১৮ মাস মেয়াদি মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ প্রদান	১
২. বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের নার্সিং সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা	• চিকিৎসক ও নার্সের অনুপাত আন্তর্জাতিক মানে (১:৩) উন্নীত করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর আসন সংখ্যা ২৫০০ থেকে ৭,৩৭৫ তে উন্নীত করে চিকিৎসক ও নার্সের বর্তমান অনুপাত ১.৮:১ থেকে ১:১ এ বৃদ্ধি	৩
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• বিশেষায়িত হাসপাতালের সেবার মান উন্নত করার জন্য নার্সদের বিষয়ভিত্তিক স্পেশালাইজড প্রশিক্ষণ প্রদান	৪
৪. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• ৪,০০০ নার্সকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১১

৫.৭.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১. রূপান্তরিত নার্সিং কলেজ	৪	সংখ্যা	৩	০৪	০৩	০৩	০৫	০৫	০৪	০৫	০৫
২. নার্সিং কলেজ নির্মাণ	৩	সংখ্যা	৪	০১	০৩	০২	০১	০১	০২	০২	০২
৩. নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ	৩	সংখ্যা	১২	১১	০৬	০১	০৫	০৫	০৬	০২	০২
৪. ডিপ্লোমা নার্সিং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১	সংখ্যা	১৫৫০	১৮২০	২১২০	১৮৫০	২১০০	২৩৫০	২৬৫০	২৭৫০	২৭৫০

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	প্রকৃত ২০০৯-১০	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০১০-১১	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা				
							২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
৫. বি.এস.সি. ইন নার্সিং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১	সংখ্যা	৪০০	৫২৫	১২০০	১৬২৫	২২২৫	২৮২৫	৩৪২৫	৪৬২৫	৪৬২৫
৬. মিডওয়াইফারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা	১	সংখ্যা	১৫০	১২০	১২০	৬০	৬০০	১২০০	১২০০	১৫০০	১৫০০

৫.৭.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ			
		২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অনুন্নয়ন	৩৫,৪২,১৯	৩৭,৮৫,৪৯	৩৯,৮০,৬৪	৪২,২৬,৬৩	৪৪,২৩,৮৯
উন্নয়ন	৩০,০০,০০	০	০	০	০
মোট	৬৫,৪২;১৯	৩৭,৮৫,৪৯	৩৯,৮০,৬৪	৪২,২৬,৬৩	৪৪,২৩,৮৯

৫.৭.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
সেবা পরিদপ্তর	
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. এক্সপানশন এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভড অব নার্সিং এডুকেশন	১-৪
অননুমোদিত প্রকল্প/অপারেশনাল প্ল্যান	
১. নার্সিং এডুকেশন এন্ড সার্ভিলেন্স, অপারেশনাল প্ল্যান, এইচ.পি.এন.এস.ডি.পি.	১-৪